ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৪ নিয়ে যত কথা

অঞ্জন চন্দ্র দেব

প্রযুক্তির মেলবন্ধনে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে গত ৪ জুন শুরু হয় এ বছরের দেশের তথ্যপ্রযুক্তি উৎসব ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৪। সফটএক্সপো, ই-গভর্ন্যান্স ও মোবাইল ইনোভেশন এক্সপো এই তিনটির সমন্বয়ে আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৪ শেষ হয় ৭ জুন। মেলায় প্রদর্শনীর বাইরে সেমিনার, কর্মশালা, আইটি জব ফেয়ার ও সিইও নাইট অনুষ্ঠিত হয়। মেলা প্রাঙ্গণে দর্শণার্থীদের নতুন অভিজ্ঞতা দিতে ছিল সেলফি বুথ ও বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার এলইডি স্ক্রিনে মেলার উল্লেখযোগ্য আয়োজন সরাসরি সম্প্রচার।

উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চার দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক আইসিটি কোম্পানিগুলোকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে স্যামসাংয়ের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গুগল, মাইক্রোসফট ও ডেলের মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে তাদের অফিস স্থাপন করেছে। আমরা তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাই। সরকার তাদের সহযোগিতা করবে।

স্মার্টপ্রযুক্তি নিয়ে অ্যাপলম্বটেকের চমক

মেলায় স্মার্টপ্রযুক্তি নিয়ে হাজির হয়েছিল অ্যাপলম্বটেক বিডি। স্মার্টমিটার, ইনডোর পজিশনিং সিস্টেম, টেলিহেলথ সার্ভিস ও সিভিল ড্রোন প্রযুক্তি এনেও চমকে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় অ্যাপলম্বটেক বিডি নিয়ে এসেছিল অত্যাধুনিক ফিচারের এসব প্রযুক্তি। অ্যাপলম্বটেক মেলায় স্মার্টমিটার নিয়ে আসে, যা ঘরের বিদ্যুৎ ম্যানেজারের কাজ করে। প্রদর্শনীতে টেলি হেলথ সার্ভিস নামে একটি অ্যাপও নিয়ে আসে প্রতিষ্ঠানটি। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ছোট ছোট টেস্ট যেমন ডায়াবেটিস, সুগার, প্রেসার পরীক্ষার পর তার তথ্য স্মার্টফোনে ডাটাবেজ হিসেবে সংরক্ষণ করা যাবে। যাদের স্মার্টফোন নেই, তারাও আরএফআইডি কার্ড অথবা ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য-সেবার মাধ্যমে সেবাটি ব্যবহার করতে পারবে। মেলায় অ্যাপলম্বটেকের আরেকটি বড় আকর্ষণ 'সিভিল ড্রোন'। এর মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় প্রয়োজনীয় ওষুধ, পোস্টাল সামগ্রী পাঠানো যাবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নজরদারি বাড়াতে এটি ব্যবহার করতে পারবে।

চাকরি পেলেন ৩০ জন

মেলায় এসে ৩০ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেলেন। মেলার অংশ হিসেবে আয়োজিত আইটি জব ফেয়ারে সিভি জমা দিয়েছিলেন এরা। মেলার প্রথম তিন দিন সিভি জমা নেয়া হয়। এক হাজারের বেশি ব্যক্তি চাকরির জন্য ৯টি প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত বাক্সে সিভি জমা দেন। সেখান থেকে ১৫০ জনকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সাক্ষাৎকার শেষে মোট ৩০ জনকে চূড়ান্ত করা হয়।

পুলিশের যত সেবা

পুলিশের বিভিন্ন ডিজিটালাইজড প্রযুক্তির সাথে সাধারণ মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিতেই তাদের এ আয়োজন। এর মধ্যে ছিল মোবাইল অ্যাপ, যাতে স্মার্টফোন দিয়ে ডিএমপির সব পুলিশ অফিসারের মোবাইল নাম্বার, সব থানার ঠিকানা ও ম্যাপ, ডিএমপির ফেসবুক পেজ, ব্লাড ব্যাংক, নারী সহায়তা কেন্দ্রসহ আরও অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ছিল পুলিশের মোবাইল কমান্ড সেন্টার, যা থেকে দুর্যোগকালীন করণীয় সব তথ্য জানা যাবে।

এক্সপো-এইড অ্যাপ

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড উপলক্ষে অ্যান্ড্রয়িড ও আইফোনের জন্য মোবাইল অ্যাপ চালু করেছিল ডাটাবিজ সফটওয়্যার লিমিটেড। 'এক্সপো-এইড' নামে এই অ্যাপটি মেলা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ও দর্শনার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। অ্যাপটি ব্যবহার করে প্রদর্শনকারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নোট, ভয়েস নোট, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি ধারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য ব্যবহারকারী ফোনে সংরক্ষণ করে রাখে। ক্রটির লোকেশন ম্যাপ ব্যবহার করে মেলায় সব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

কমজগৎ ডটকমের সেবা

মেলা উপলক্ষে কমজগৎ ডটকম তাদের পোর্টালসহ অন্যান্য সার্ভিস তুলে ধরেছে। দেশের প্রথম আইটি পোর্টাল কমজগৎ ডটকম মেলায় সব ধরনের সেমিনার লাইভ স্ট্রিমিং করে।

সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড

উদ্ভাবনী প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড পেল ১০টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১ কোটি ৭৫ লাখ ৭ হাজার ১৬ টাকার ফান্ড দেয়া হয়। চারটি সরকারি, দুটি বেসরকারি, একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও তিনটি ব্যক্তিপর্যায়ে অনুদান দেয়া হয়। জনগণের সেবা পাওয়া আরও সহজ করতে ও সরকারি সেবার মানোন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তিপর্যায়ে ইনোভেশন প্রচেষ্টায় সহায়তা দিতে এই সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড দেয়া হয়।

মেলায় যত প্রদর্শনী

মোবাইল ইনোভেশন : মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপে বাংলাদেশের জয়যাত্রা তুলে ধরতে ২৫টি স্টলে সেজেছিল 'মোবাইল ইনোভেশন' শীর্ষক প্রদর্শনী। বাংলাদেশী ডেভেলপার কোম্পানির জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান দর্শনার্থীরা। উইডোজ, আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়িড প্লাটফর্মের হাজারের বেশি দেশি অ্যাপ্লিকেশন ছিল মোবাইল ইনোভেশন জোনে।

সফটএক্সপো : মেলায় বেসরকারি পর্যায়ে ২৫০টি স্টলে দেশে তৈরি বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রদর্শন করে সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো।

ই-গভর্ন্যান্স : মেলায় ৯৫টি স্টল থেকে বিভিন্ন ই-সেবা প্রদর্শন করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর। মূলত ই-গভর্ন্যান্স শীর্ষক প্রদর্শনীর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের অগ্রযাত্রার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

সেমিনার ও কর্মশালা

প্রদর্শনীর বাইরে সম্মেলনে ছিল প্রায় ৩০টি সেমিনার ও ১৪টি টেকনিক্যাল সেশন, সিইও নাইট এবং অ্যাওয়ার্ড নাইটসহ তিনটি মেগানাইট। সেমিনারের মধ্যে ব্যবসায় বিষয়ে ১৫টি, ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ে ১২টি এবং তিনটি স্পেশাল সেশন।

আয়োজনে

যৌথভাবে এ মেলার আয়োজন করেছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এবং বেসিস। সহযোগী হিসেবে ছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প এবং বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল, মোবাইল অপারেটর সংগঠন অ্যামটব, প্রযুক্তিপণ্য বিক্রেতা সংগঠন বিসিএস, আইএসপিএবি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং, বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংবাদকর্মীদের সংগঠন বিআইজেএফ কজ